Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জেবিন

রোলঃ 227021953

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জেবিন

রোলঃ 227021953

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া জেবিন, আইডিঃ 227021953 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সুমাইয়া জেবিন

আইডিঃ 227021953

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা...5

মসজিদ কি ও মসজিদের পরিচিতি 6

মসজিদের হকসমূহ...7

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ 9

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব...11

সমাজে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা 11

মসজিদে যাতায়াত কারীর শ্রেষ্ঠত্ব 13

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত...14

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য 16

মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ 16

মসজিদ নির্মাণ হলো সাদাকায়ে জারিয়া 17

জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম..17

মসজিদে গমনের ফযীলত 18

মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত 24

মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার..24

মসজিদ নির্মাণের সাওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে 27

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব..29

মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ...30

মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা 31

সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে মসজিদের ভূমিকা 35

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে মসজিদের ভূমিকা...36

সামাজিক সেবা ও সহায়তায় মসজিদের ভূমিকা...37

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে মসজিদের ভূমিকা...39

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতায় মসজিদের ভূমিকা...41

উম্মাহর সংকটকালে মসজিদের ভূমিকা...42

বিশ্বের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি 43

ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়নে মসজিদের ভূমিকা...44

ভবিষ্যত প্রজন্মের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে মসজিদের ভূমিকা.....................................45

উপসংহার 46

ভূমিকা

মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর নাম মসজিদ। মসজিদ ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না। কোনো অঞ্চলে মসজিদ থাকার অর্থ হলো সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে। মসজিদকে আদর্শ ইসলামী সমাজের হৃৎপিণ্ডও বলা যায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ:

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا " .

আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মাসজিদসমূহ আর সব চাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ। (মুসলিম ৬৭১)

মদিনায় হিজরতের পর রসুলুল্লাহ ﷺ এর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো মসজিদ থেকে। রসুলুল্লাহর ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন পরবর্তী খলীফাগণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইবাদতগুলোর মধ্যে সালাত হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এটা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী। আর এ ইবাদত পালনের অন্যতম স্থান হল মসজিদ। প্রত্যেক মুমিন প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার মহান আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সেখানে সমবেত হয়। এই মসজিদে আসা-যাওয়া ও অবস্থানের অনেক ফযীলত ও নিয়ম-কানূন রয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ করা ও আবাদ করাও অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ। মসজিদ শুধু ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়, এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ। পবিত্র কোরআনে কারিমেও মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে:

সুরা হাজ্জে নবি ইবরাহিমকে (আ.) মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِیۡمَ مَکَانَ الۡبَیۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِکۡ بِیۡ شَیۡئًا وَّ طَهِّرۡ بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَ الۡقَآئِمِیۡنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ

অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীদের জন্য।

সূরা তাওবায় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা মসজিদকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদকারীদের নেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَی الزَّکٰوۃَ وَ لَمۡ يَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِکَ اَنۡ يَّکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِيۡنَ

অর্থ: একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা বাকারা: ১৮)

সূরা তাওবায় মসজিদে কুবা নির্মাণ ও আবাদকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন

لَمَسۡجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقۡوٰی مِنۡ,
اَوَّلِ يَوۡمٍ اَحَقُّ اَنۡ تَقُوۡمَ فِيۡهِ فِيۡهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّتَطَهَّرُوۡا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُطَّهِّرِيۡنَ

অর্থ: যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, তোমার নামাজে দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা: ১০৮)

সূরা নুরে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা মসজিদকে মর্যাদায় সমুন্নত করার ও মসজিদে তার নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন

فِیۡ بُيُوۡتٍ,
اَذِنَ اللّٰهُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَ يُذۡکَرَ فِيۡهَا اسۡمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيۡهَا بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَۃٌ وَّ لَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِکۡرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوۃِ وَ اِيۡتَآءِ الزَّکٰوۃِ ۪ۙ يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَ الۡاَبۡصَارُ

অর্থ: যেসব গৃহকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন ব্যক্তিরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা নুর: ৩৬, ৩৭)

মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্য উল্লেখ করে মসজিদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّ اَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

অর্থ: নিশ্চয় মসজিদগুলো শুধু আল্লাহর জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (সুরা জিন: ১৮)

মসজিদ কি ও মসজিদের পরিচিতি

মসজিদ শব্দটি আরবী। কুরআনে মসজিদ শব্দটি মোট ১৭ বার এসেছে। আর 'মাসজিদ' (مسجد) শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। যার অর্থ হল- সিজদার স্থান, সালাতের স্থান। আভিধানিক

অর্থে যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করে সেটাই মাসজিদ। মাসজিদ শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) الجامع (আল-জামে‘) : ঐ মসজিদকে জামে‘ মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম‘আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম‘আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

(২) المصلى (আল-মুছাল্লা) : সালাত অথবা দোয়ার স্থান। ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় মাসজিদ হ’ল,

،البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته

‘এমন গৃহ, যা একমাত্র সালাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট।

মসজিদের হকসমূহ

মসজিদের হক সমূহ হলো আল্লাহর ঘর হিসেবে এর পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সম্মান, এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের সঠিক পরিচালনা রক্ষা করা। মসজিদ মুসলমানদের জন্য একত্রিত হওয়ার স্থান, যেখানে তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাই মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সঠিক ব্যবহার করা অপরিহার্য।

মসজিদের হক বা অধিকারগুলোর মধ্যে এমন কিছু অধিকার রয়েছে যা মুসলমানদের অবশ্যই পালন করা উচিত। মসজিদের হক সম্পর্কে কিছু মূল দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মসজিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হলো সেখানে নিয়মিত সালাত আদায় করা। মুসলমানদের জন্য মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلّا عَلَى الخاشِعينَ

অর্থ: আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (সূরা বাকারাহ:৪৫)

২. মসজিদের একটি হক হল, এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ রাখা। মসজিদ একটি পবিত্র স্থান, যেখানে মুসলমানরা নামাজ পড়তে আসেন। সুতরাং, মসজিদে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা,

মেঝে ও অন্যান্য স্থানের যত্ন নেওয়া এবং সেখানে কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের ঈমানী কর্তব্য।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন:
"পবিত্রতা মুসলমানের ধর্মের অঙ্গ এবং আল্লাহর ঘরকে পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" (সহীহ মুসলিম)

৩. মসজিদের সম্মান রক্ষা করা। মসজিদে অবাধ্য আচরণ, কুৎসিত ভাষা বা অপশব্দ ব্যবহার করা, ঝগড়া বা মারামারি করা, বা কোনোভাবে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়। মসজিদের সম্মান রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হক।

৪. নির্ধারিত নিয়মে ইবাদত করা। মসজিদে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতে হবে। মসজিদ একটি স্থান যেখানে আল্লাহর ইবাদত এবং ধর্মীয় শিক্ষা পরিচালিত হয়, তাই মসজিদের হক হলো সেখানে ইসলামি বিধি অনুযায়ী ইবাদত করা। মসজিদে অতিরিক্ত দুনিয়াবি কাজ করা বা বিকৃত আচরণ করা মসজিদের হককে লঙ্ঘন করে।

৫. মসজিদে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মসজিদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা মসজিদের একটি হক। মসজিদ হল সেই স্থান যেখানে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে নিজেদের ধর্মীয় ইবাদত পালন করেন, একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. মসজিদে অতিরিক্ত ও অহেতুক আড্ডা বা ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকা। মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হওয়া উচিত। মসজিদে অহেতুক আড্ডা বা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করা মসজিদের হক ক্ষুণ্ণ করে। মসজিদে কোনো ধরনের দুনিয়াবি আলোচনা বা বিরোধিতামূলক কাজ করা উচিত নয়।

৭. মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। মসজিদ একটি পবিত্র স্থান, তাই এর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। মসজিদে যাওয়ার সময় ভালোভাবে পবিত্রতা রক্ষা করা, সুন্দরভাবে পোশাক পরা এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা মসজিদের হক।

৮. মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। মসজিদের হক হলো এর সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। মসজিদের অযত্ন বা অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এটি মুসলমানদের ধর্মীয় কেন্দ্র এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، 'নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক' (সূরা ইমরান: ৯৬)।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন,

قُلْتُ :يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ :المَسْجِدُ الحَرامُ .قُلتُ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ :ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصى قُلْتُ :كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ :أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ :حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ،

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বসা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'। (বুখারী:৩৪২৫,নাসাঈ:৬৯০)

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেন, 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (সূরা ইবরাহীম:৩৫,৩৭)।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ،

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হতে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (সূরা বাক্বারাহ:১২৭)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময় কাবা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কাবা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরাইশরা কাবা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ﷺ)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কাবা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কাবাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কাবার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন। বর্তমানে এভাবেই কাবা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ,

'আল্লাহ তাআলা যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' *(সূরা আন-নূর:৩৬)*। এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য।

সমাজে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা

সমাজে মসজিদের প্রয়োজনীয়তার অনেক দিক রয়েছে, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবন নয়, বরং সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা নিচে তুলে ধরা হলো:

নামাজের স্থান: মসজিদ মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ স্থান যেখানে তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারে। সালাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং মসজিদ মুসলমানদের একত্রিত হয়ে আল্লাহর প্রতি আধ্যাত্মিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

দ্বীনি শিক্ষা ও ধর্মীয় নির্দেশনা: মসজিদ মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার একটি কেন্দ্র। এখানে কোরআন তিলাওয়াত, হাদিস শিক্ষা, ইসলামিক বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এটি মুসলমানদের জীবন পরিচালনার সঠিক দিশা দেয়।

সামাজিক সংহতি ও ঐক্য: মসজিদে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে সালাত আদায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় কাজকর্মে অংশ নেয়, যা মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। মসজিদ মুসলিমদের মধ্যে সৌজন্য, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে।

পরোপকারিতা ও দানশীলতার উৎস: মসজিদগুলো গরীব, অসহায় এবং দুস্থদের জন্য ত্রাণ, খাবার, এবং সাহায্য প্রদান করে। এখানে দানশীলতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পরস্পরের সাহায্য করে, যা সামাজিক অশান্তি দূর করতে সহায়তা করে।

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা: মসজিদ সমাজে নৈতিক শিক্ষার প্রচার করে। মসজিদে মুসলিমরা সৎ জীবনযাপন, পরোপকারিতা, মিথ্যা না বলা, সবার সাথে ভাল ব্যবহার এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা নেয়। এটি একজন মুসলিমের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধ্যাত্মিক শান্তি ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি: মসজিদে নিয়মিত নামাজ ও ইবাদত মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শান্তি দেয়। সংকটের সময়, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা বা মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য মসজিদ একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, যেখানে মানুষ নিজেদের মধ্যে শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে পারে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আশ্রয়: মসজিদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকটকালীন সময়ে আশ্রয়দানের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে মানুষ আশ্রয় নিতে পারে এবং সেখান থেকে সাহায্য ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে।

দুনিয়া ও আখিরাতের প্রস্তুতি: মসজিদে অবস্থান করে একজন মুসলিম তার পৃথিবী ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সালাত, দোয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম মসজিদে মুসলমানদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির অংশ।

এভাবে, মসজিদের প্রয়োজনীয়তা শুধু ধর্মীয় দিক দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক উন্নতির জন্যও অপরিহার্য। মসজিদ সমাজের অগ্রগতিতে এক অমূল্য ভূমিকা পালন করে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

মসজিদে যাতায়াত কারীর শ্রেষ্ঠত্ব

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন’।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন’।

উক্ত হাদীসে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা টিড্ডির বাসার ন্যায় ঘরে তো আর সালাত আদায় করা সম্ভব নয়। মসজিদ হতে হবে সাদাসিধে এবং কারুকার্য মুক্ত।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

‘ক্বিয়ামত ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের সৌন্দর্য ও শোভাবদ্ধন নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে’।

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ : নবীদের অন্যতম কাজ হল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

১. আদম (আঃ):

কাবা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কাবা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।

২. ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ):

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। এবং আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

‘(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, সালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (সূরা হজ্জ:২৬)। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা‘বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ’তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (সূরা বাক্বারাহ:১২৭)।

৩.দাউদ (আঃ):

ইয়া‘কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন। আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহলে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। (সূরা সাবা:১৪)।

৪. মুহাম্মদ (ﷺ):

মহানবী (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (সালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (সূরা তওবা:১০৮)।

রাসূল (স.) মদীনায় গিয়েও মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং সাহাবীগণ তার সাথে তাকে সহযোগিতা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর উসমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের'।

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরা তওবা:১৮)।

মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন।

মসজিদ নির্মাণ হলো সাদাকায়ে জারিয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট পৌঁছাতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'। (ইবনে মাজাহ ২৪২)

জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন'। (সহীহ বুখারী: ৪৫০) মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।

মসজিদে গমনের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

১.সাওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি:

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (সালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন।

(আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা'আতে সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হত যাকে দু'জন মানুষের কাধেঁ ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত'।(সহীহ মুসলিম:১৩৭৪)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

'আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, 'কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া'। (রিয়াদুস সলেহিন:১০৩৭)

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।(সহীহ বুখারী:৬৫৫)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ له ذُنُوبَهُ-

'যে ব্যক্তি সালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা'আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।

২.হজ্জের সমান সাওয়াব:

জামা'আতে সালাত আদায়কারীকে রাসূল (ﷺ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

'যে ব্যক্তি ফরয সালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে'। (আবূ দাঊদ:৫৫৮)

৩.আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ:

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ-

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।
১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন।
২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।
৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’।(আবূ দাঊদ:২৪৯৪)

৪.আল্লাহ সম্মান করেন:

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

،مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلهِ ‘وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ,

‘যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হল, যিয়ারতকারীর সম্মান করা’।

৫.জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

،مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ ,

‘যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য’।

৬.ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে:

সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-
،بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ,

‘যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও’।

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেন-

إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ,

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে’।

৭.আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়’। (সহীহ বুখারী:৬৬০)

৮.জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

،مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راحَ

‘যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়’। (সহীহ বুখারী:৬৬২)

৯.ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

‘ঘরে অথবা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় করার সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল সালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। সালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।(সহীহ বুখারী:৬৪৭)

অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

‘হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়’।

১০.জামাত না পেলেও জামাতের সাওয়াব লাভ:

মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হল, কোন কারণে মসজিদে জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের সাওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন সালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য সালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান সাওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’। (আবূ দাঊদ:৫৬৪)

১১.নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে:

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ,

‘যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে’।

১২.হেঁটে জামা‘আতে অংশগ্রহণকারীর সাওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ..قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ .قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ .وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: সালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, সালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে’। (তিরমিজি:৩২৩৩)

১৩.জাহান্নাম ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি:

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে সালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হতে নাজাত এবং ২. মুনাফিকী হতে মুক্তি’। (তিরমিজি:২৪১)

মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঘরে বা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সাওয়াব ২৫ গুণ বেশি। তার কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে শুধু সালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি ধাপের বিনিময়ে একটা মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি পাপ মুছে যায়। যখন সে সালাত আদায় করে, ফেরেশতাগণ সর্বদা তার জন্য ততক্ষণ দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে সালাতে থাকে। ফেরেশতাগণ অনবরত- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ বলতে থাকে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দয়া করো। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ সালাতের জন্য অপক্ষো করতে থাকে, সে সময়টা সে ছালাতের মধ্যেই থাকে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন কেউ মসজিদে গেল, আর সালাতের জন্য সেখানে অবস্থান করল, তখন সে সালাতেই রইল'। (সহীহ বুখারী:৬৪৭)

মসজিদ দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধায়কের গুণাগুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা তওবা:১৮)*।

মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে থাকে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।' এই মসজিদে প্রবেশের জন্য যেমন তাকিদ দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি মসজিদের আদব রক্ষা করার জন্যও হাদিসে তাকিদ এসেছে। পৃথিবীর কোনো রাজা বাদশাহর দরবারে যেতে হলে যদি পূর্ণ আদব রক্ষা করতে হয় তাহলে যিনি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ তার দরবারের আদব রক্ষা করা তো আরো বেশি জরুরি। মসজিদে প্রবেশের কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে এগুলো হলো-

১. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ে নেওয়া।

২. তারপর রাসুল (স.) এর প্রতি দরুদ শরিফ পড়ে নেওয়া।

৩. অতঃপর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়া—'আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক'।

৪. মসজিদে ডান পা আগে রাখা।

৫. মসজিদে প্রবেশ করে ইতিকাফের নিয়ত করা।—(ইবনে মাজাহ ও শামী)

৬. অজুসহ পাকপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নত। নাপাক অবস্থায় অথবা পেঁয়াজ-রসুনের মতো দুর্গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। বিড়ি-সিগারেট, গুল-জর্দা, তামাক ও মাদকজাতদ্রব্য খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা মাকরুহ।

৭. মসজিদে ধীর-স্থিরতার সঙ্গে গমন করা উচিত। রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াহুড়া করে দৌড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

রাসুল (স.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাজে অবশ্যই ধীর-স্থিরতার সঙ্গে আসবে। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, পূর্ণ করবে।' (বুখারি, হাদিস :৬০৯)

৮. মসজিদে প্রবেশকারী দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় ছাড়া বসবে না। রাসুল (স) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত নামাজ আদায় না করে বসবে না।' (বুখারি, হাদিস : ১১১০)।

৯. মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা। সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে, মসজিদ গল্পের জায়গা নয়, ইবাদতের জায়গা। মসজিদে উচ্চ আওয়াজে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং উচ্চ আওয়াজে জিকির করাও জায়েজ নয়। তবে মসজিদে যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ অথবা তাসবীহে লিপ্ত না থাকে তাহলে কিছু ইসলামি বিশেষজ্ঞরা সেটাকে জায়েজ বলেছেন। আবার কিছু ইসলামি বিশেষজ্ঞ সর্বাবস্থায় উচ্চ আওয়াজে জিকির ও তেলাওয়াত করা নাজায়েজ বলেছেন।

বর্তমানে মানুষ মসজিদের আদব পালনের ক্ষেত্রে অনেক অমনোযোগী, অধিকাংশ মানুষ মসজিদে প্রায়ই শোরগোল করে, এতে মসজিদের সম্মান ও মর্যাদার বরখেলাপ হয়। নবি করিম (স.) বলেন, বাজারের হট্টগোল থেকে বেঁচে থাক এবং মসজিদকে দুনিয়াবী কথাবার্তা দ্বারা বাজারের সাদৃশ্য করো না।

১০. মুখে অথবা অন্য কোনোভাবে শরীরে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা। এতে করে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) কাঁচা পেঁয়াজ বা কাঁচা রসুন খেয়ে অথবা দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

কেননা বনী আদম যে বিষয়ে কষ্ট অনুভব করে ফেরেশতাগণ তা থেকে কষ্ট অনুভব করেন। হাদিসে বলা হয়েছে, মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা রসুন খেয়ে তোমরা মসজিদে প্রবেশ করা থেকে সাবধান থেকো, যদি খেতেই হয় তবে আগুনের সাহায্যে এগুলোর দুর্গন্ধ ধ্বংস করে নিবে। (ত্ববরানী)।

১১. যখন ইমাম খুতবা শুরু করবেন তখন মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তির খুতবা শুনা ওয়াজিব। হোক সে ইমামের নিকটবর্তী বসে কিংবা দূরে, এমন কাজ যার দ্বারা খুতবা শুনার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় সে কাজ করা গুনাহের শামিল। যেমন—খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, তাসবীহ পড়া, সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া বা শরীয়তের কোনো মাসায়েল বলা এ সমস্ত কাজ যেমন নামাজরত অবস্থায় নিষেধ, তেমনি খুতবার সময়ও নিষেধ।

১২. মসজিদে মোবাইল ফোনের ব্যবহার এখন অসহনীয় ও অমার্জনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বিশেষ করে নামাজের সময় মোবাইলের রিংটোনের কারণে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। অনেক সময় তা চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। তাই মসজিদে প্রবেশের আগে মোবাইল ফোন বন্ধ করা উচিত। ভুলবশত যদি মোবাইল খোলা থাকে আর নামাজরত অবস্থায় রিংটোন বেজে উঠে, তাহলে এক হাত ব্যবহার করে বা নিজ নামাজ ছেড়ে দিয়ে হলেও অপর মুসল্লিদের কথা ভেবে হলেও মোবাইল বন্ধ করে দিতে হবে।

১৩. নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করা একদমই উচিত নয়। এই সম্পর্কে মহানবি (স.) এর একটি হাদিস আছে যার সারমর্ম এই—তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, যদি তোমরা নামাজ আদায়কারির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার গোনাহ সম্পর্কে জানতে তাহলে ৭০ হাজার বছর অপেক্ষা করতে তার পরও নামাজের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে না।

১৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়া, তারপর রাসুল (স.) এর প্রতি দরুদ শরিফ পড়া, অতঃপর এ দোয়া পড়া—'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনফাদলিক'।

১৫. মসজিদের বাইরে বাম পা আগে রাখা।

১৬. অতঃপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা। তারপর বাম পায়ে পরা। (ইবনে মাজাহ ও তিরমিজি)।

মসজিদ নির্মাণের সাওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে

দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনীত কিছু ঘর আছে, যেখানে বান্দা মহান আল্লাহর নিকট সিজদাবনত হয়। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সেখানে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার।' (মুসলিম, হাদিস : ১৪১৪) মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদে নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।

অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে।

ইরশাদ হয়েছে, ‘সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে।

১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে।

২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে।

৩. অথবা কূপ খনন করবে।

৪. অথবা গাছ রোপণ করবে।

৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে।

৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে।

৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

আর মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত রাখা জরুরি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, মুসল্লিদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। মসজিদের সঙ্গে তাদের মন সম্পৃক্ত করে দেওয়া। কিয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে।

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব

মসজিদ পৃথিবীর আদি নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সবার আগে মসজিদ সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

‘নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য (সূরা ইমরান: ৯৬)

রসুলুল্লাহ ﷺ. যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ হাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এরপর তিনি যখন মদিনা নগরীতে প্রবেশ করলেন, সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনার কেন্দ্রবিন্দুতে নির্মাণ করলেন মসজিদ। তখন মুহাজির সাহাবিদের কোনো ধনসম্পদ ছিল না। সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে তারা এক কাপড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। এই রকম সংকটময় মুহূর্তেও রাসূল ﷺ মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করে এর অবকাঠানো তৈরি করলেন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ শুধু আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি, হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবিদের সাথে তিনি নিজ হাতে কাদামাটির ইট বানিয়েছেন, সেই ইট কাঁধে বহন করেছেন। রাসূলের কাছে মসজিদের নির্মাণ কাজও এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি যে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, বারবার তার নজির স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, যারা মসজিদ নির্মাণ করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর বানাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র রসুলুল্লাহ ﷺ. বলেছেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে। সাত শ্রেণির এক শ্রেণি হলো ওই সকল মানুষ, যাদের হৃদয় সব সময় মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। [বুখারী ও মুসলিম]

মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তা পবিত্র, সুগন্ধিযুক্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখারও নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৪৫৫)

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

‘মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। আর তার ক্ষতিপূরণ হলো ঐ থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা (দূর করা)’।

আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হলো। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, মসজিদে ফেলে রাখা কফ যা পুঁতে ফেলা হয়নি’।

মানবিক ও সুস্থ ধারার সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

১.আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা: আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসূল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছেন।

২.একত্ববাদের চেতনা তৈরি: মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে, সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী একজন ইমাম যখন মসজিদে নববির আদলে তার মুসল্লিদেরকে তাওহিদের দীক্ষা দেন এবং শিরিকমুক্ত ঈমান গঠনের নাসিহাহ পেশ করেন, তখন সেই সমাজ খুব সহজেই তাওহিদি সমাজে পরিণত হয়।

৩.ভ্রাতৃত্ববোধ: ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী ও মুসলিম] মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে। নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

৪.নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন,

মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন। আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করারে মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

৫.জ্ঞানচর্চার সূতিকাগার: রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস থাকতেন। তারা রাসূলের সা. মুখনিঃসৃত হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর কোনো সমাজে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ। এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

৬.পারিবারিক সংকট নিরসন: রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি। কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন। একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে

পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

৭.পরামর্শগৃহ: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববিতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও। রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরমর্শসভার বিকল্প নেই। পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত তো আছেই, পাশপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

৮.মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থা: নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনালি দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে। অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

৯.মসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা: সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বণ্টন করতেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন। জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই।

তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের কাছে ক্ষুধা এক রূঢ় সত্যের নাম। তীব্র ক্ষুধা ও অভাবের কারণে অনেক মানুষ ঈমান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ সালাত আদায় না করার পেছনে অভাবকে দায়ী করে। আবার অভাবের কারণে এদেশের পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনার নাম। রাসূল সা. জানতেন যে দরিদ্রতা কখনো কখনো ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। এ জন্য তিনি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কুফুরি ও ফকিরি থেকে পানাহ চাই।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে মসজিদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা খুবই জরুরি। মসজিদ কর্তৃপক্ষ চাইলে যাকাত-ফিতরা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে পারে। আবার ফান্ড তৈরি করে অভাবীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসেবা পৌঁছতে পারে।

স্বাবলম্বীকরণ, অভাব দূরীকরণ, বিনামূল্যে খাদ্যবণ্টন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মসজিদকে সম্পৃক্ত হতে হবে, যেভাবে সম্পৃক্ত ছিল রাসূলের সা. মসজিদ। তবেই মসজিদভিত্তিক সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ সমাজে ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু একটি ইবাদতের স্থান নয়, বরং সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। মসজিদে প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষ একত্রিত হয়, যা সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি বৃদ্ধি করে।

মসজিদে নামাজ আদায়ের সময় মুসলিম সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে ঈমান ও নৈতিকতার পাথেয় অর্জন করে। জামাতের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ পর্যন্ত ঐক্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, মসজিদ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি, দয়া এবং ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়, যা সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে।

মসজিদগুলো সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যেমন দান-খয়রাত, তাফসির (ধর্মীয় শিক্ষা), এবং দরিদ্রদের সাহায্য। বিশেষত, মসজিদে সংগঠিত হতে পারে সমাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন সামাজিক সেবা।

মসজিদে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো, যেমন ঈদ, ত্যাগ, এবং সাহায্যের কার্যক্রমও একত্রিত হতে সাহায্য করে, যা সমাজে ঐক্য ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইসলামিক শিক্ষায় এবং সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রচারে মসজিদ জ্ঞানমূলক কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। যেমন-

১. ধর্মীয় শিক্ষা: মসজিদে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকাহ (ইসলামিক আইন) ইত্যাদি পাঠানো হয়। এখানে সাধারণ মানুষ ও শিশুদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, আরবি ভাষা শিক্ষা, নামাজের সঠিক পদ্ধতি এবং ইসলামী মূল্যবোধের ওপর পাঠদান করা হয়। মসজিদগুলোতে ইমামদের মাধ্যমে ইসলামিক বিষয়বস্তু শেখানো হয়, যা মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সহায়ক।

২. সামাজিক শিক্ষা: মসজিদ সামাজিক শিক্ষার জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে প্রার্থনার পাশাপাশি মানুষ একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়, পরস্পরের ভালো-মন্দ জানতে পারে এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার ধারণা তৈরি হয়। মসজিদে সংগঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক আচরণ, সহানুভূতি এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৩. জ্ঞানলাভের সুযোগ: মসজিদে অনেক সময় ক্লাস বা পাঠক্রম অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বিশেষত, মসজিদে পরিচালিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসাগুলোতে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয়, যা ব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে ভালো নেতৃত্ব গঠনেও সাহায্য করে।

৪. পুস্তক ও পাঠাগার: অনেক মসজিদে পাঠাগার বা বইয়ের ব্যবস্থা থাকে, যেখানে ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক বই পাওয়া যায়। এটি মানুষের জ্ঞান অর্জনে সহায়ক এবং বিশেষত তরুণদের জন্য একটি ভালো শিক্ষা কেন্দ্র হতে পারে।

৫. ভাষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা: মসজিদে আরবি ভাষার শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করা হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়ক।

এছাড়া, মসজিদে জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি লাভ করে এবং সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষ ইসলামী শিক্ষায় সঠিক পথ অনুসরণ করে।

সমাজিক সেবা ও সহায়তায় মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ সামাজিক সেবা ও সহায়তার ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা অতুলনীয়। সমাজের নানান স্তরের মানুষের জন্য সহায়তার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। মসজিদ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবা প্রদান করে যা সমাজে শান্তি, সহযোগিতা এবং সমর্থনের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক। নিচে মসজিদের সামাজিক সেবা ও সহায়তার কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

দান ও খয়রাত (স্বেচ্ছাশ্রম ও দানে সহায়তা): মসজিদে সাধারণত দান ও খয়রাতের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেমন জাকাত, ফিতরা, সদকা, ইত্যাদি। এসব দান-খয়রাত গরিব, অসহায়, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং অভাবী মানুষের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। মসজিদগুলো এ ধরনের দানের মাধ্যমে সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে।

শিশু ও যুবকদের শিক্ষা প্রদান: মসজিদে শিশুদের জন্য কুরআন শিক্ষাসহ বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশেষত, মসজিদে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়। যুবকদের জন্যও মসজিদে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয় যা তাদের ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

.মাদকমুক্ত সমাজ গঠন: মসজিদ মাদক এবং অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে। মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা এবং সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ব্যবহার এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে যুবকরা মাদক থেকে মুক্ত থেকে সামাজিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আশ্রয় প্রদান ও চিকিৎসা সহায়তা: কিছু মসজিদ নির্দিষ্ট সময়ে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহহীন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা ব্যক্তিদের আশ্রয় ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। বিশেষত, বিপদকালীন সময়ে, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মসজিদগুলো ত্রাণ কার্যক্রম চালায়, যেখানে খাবার, পানি, কাপড়, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ব্যবহার: বর্তমানে, অনেক মসজিদ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সহায়তার আহ্বান জানায়, যেমন রক্তদান শিবির, দান সংগ্রহ কার্যক্রম, ত্রাণ সংগ্রহ বা অন্য সামাজিক সেবা প্রদান। এসব কার্যক্রম মসজিদকে আধুনিক সমাজের সাথে সংযুক্ত রাখে এবং মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও সহায়তার মানসিকতা গড়ে তোলে।

তথ্য ও পরামর্শ প্রদান: মসজিদে সাধারণত পরামর্শ কেন্দ্রও থাকে, যেখানে ব্যক্তি তাদের পারিবারিক সমস্যা, মানসিক চাপ, অথবা অন্য কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার সমাধান পেতে সাহায্য নিতে পারে। মসজিদে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা ইমামদের মাধ্যমে মানুষ তাদের সমস্যার পরামর্শ ও সহায়তা পায়।

সম্প্রীতি ও শান্তির প্রচার: মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা ও আলোচনা সেশনগুলো সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত বিভেদ সৃষ্টির বদলে, একতা, সহিষ্ণুতা, এবং শান্তির শিক্ষাই প্রচার করা হয়।

মসজিদের এইসব সামাজিক সেবা ও সহায়তা একত্রিতভাবে সমাজে সহযোগিতা, ঐক্য এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে, যা একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়ক।

আত্মশুদ্ধি ও উন্নয়ন

মসজিদে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে সহায়ক নানা কার্যক্রম চলে, যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করে। নিচে মসজিদের ভূমিকার কিছু দিক আলোচনা করা হলো:

নামাজের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি: মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায়। নামাজ মুসলমানের জন্য আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশুদ্ধির এক বিশেষ সময়। এটি একদিকে যেমন ব্যক্তির মন ও দেহকে শান্ত করে, তেমনি তাকে নৈতিকভাবে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। নিয়মিত নামাজ পড়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে, আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকতে পারে এবং নিজের মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে শিখে।

কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসিরের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ: মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) পাঠানো হয়, যা মুসলিমদের নৈতিকতা, সততা, এবং আল্লাহর প্রতি সুধারনার শিক্ষা দেয়। কুরআন পড়ে ও শুনে মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন ও চিন্তাধারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। এটি মানুষকে ধৈর্য, দয়া, সৎসাহস এবং ন্যায়পরায়ণতা যেমন গুণাবলী শিখায়, তেমনি খারাপ আচরণ যেমন মিথ্যাচার, রাগ, অহংকার থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।

ইসলামী আচার-ব্যবহার ও জীবনধারা: মসজিদে ইসলামী নৈতিকতার চর্চা করা হয়, যেখানে মানুষের মধ্যে ঈমানদারি, বিনয়, পরোপকারিতা, সহানুভূতি, দয়া ও শ্রদ্ধার মতো গুণাবলী গড়ে

তোলা হয়। মসজিদে ইমাম বা ধর্মীয় শিক্ষকরা সাধারণত এমন দিকনির্দেশনা দেন যা ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটায়। এর ফলে মসজিদ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: মসজিদে ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়, যা শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, নৈতিক আচরণও শেখায়। মসজিদে ধর্মীয় বক্তৃতা, সেমিনার বা ইসলামী শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং আত্মসমালোচনার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এতে একজন মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবনকে সংশোধন করার চেষ্টা করে, নিজের খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়।

তাকওয়া ও তাওবা (পাপ থেকে ফিরে আসা): মসজিদে তাওবা বা পাপ থেকে ফিরে আসার গুরুত্ব শেখানো হয়। এখানে মুসলমানরা নিজেদের পাপের জন্য অনুশোচনা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই পদ্ধতিতে তারা আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং নিজেদের নৈতিক জীবনকে সংশোধন করার প্রয়াস পায়। তাওবা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র উন্নত হয় এবং সে আরও সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচার: মসজিদ মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে। এটি মানবিক মূল্যবোধের প্রচার করে, যেমন সমতা, সহানুভূতি, এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি। মসজিদে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সৎ পথ অনুসরণ করতে শিখে এবং সমাজে নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

মানসিক শান্তি ও ধৈর্য: মসজিদে সময় কাটানো ব্যক্তি বিশেষভাবে মানসিক শান্তি ও ধৈর্য অর্জন করতে পারে। ধর্মীয় প্রার্থনা, কুরআন তিলাওয়াত, এবং সৎ চিন্তা মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতি ঘটায়। এটি মানুষকে কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ ও ন্যায় পথে থাকার প্রেরণা দেয়।

এভাবে, মসজিদ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতার উন্নয়নে একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, যা মুসলিমদের চরিত্র গঠন এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক।

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে মসজিদের ভূমিকা

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানেও মসজিদের ভূমিকা রয়েছে। ইসলামী ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, রমজান মাস এবং হজ্জ ইত্যাদি

অন্যতম, এসব উপলক্ষে মসজিদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মসজিদ এই সব উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, শান্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জামাত: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ঈদ উপলক্ষে মসজিদে বিশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদুল ফিতরের দিন রোজার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মুসলমানরা মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েন। ঈদুল আযহার দিন কুরবানি ও আল্লাহর পথে আত্মত্যাগের প্রতীক, তাই মসজিদে জামাত অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেন। মসজিদে ঈদের সালাত মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য, দয়া, এবং দানে অংশগ্রহণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

রমজান মাস ও তারাবি সালাত: রমজান মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র একটি মাস, যার মধ্যে সিয়াম বা রোজা রাখা হয়। রমজান মাসের পুরো মাসে মসজিদে তারাবি সালাত অনুষ্ঠিত হয়। তারাবি সালাত হলো বিশেষ করে রমজান মাসে রাতে পড়া দীর্ঘ নামাজ, যা মসজিদে জামাতে আদায় করা হয়। এই সালাতে কুরআনের অধিকাংশ অংশ তিলাওয়াত করা হয়, যা মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মক্কা ও মদিনায় হজ্ব: হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। যদিও হজ্ব মক্কায় এবং মদিনায় অনুষ্ঠিত হয়, মসজিদ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদ আল-হারাম (মক্কা) এবং মসজিদ আন-নববী (মদিনা) মুসলমানদের জন্য পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত। হজ্ব পালনকারীরা এখানে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং মসজিদে নামাজ, তাওয়াফ, এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। মসজিদ হজ্বের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী করে।

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতায় মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ ইবাদতের স্থান হওয়ার পাশাপাশি এটি একটি পবিত্র কেন্দ্র যা বিশ্বশান্তি, মানবতার উন্নয়ন এবং মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার উজ্জ্বল প্রতীক। ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা, এবং মসজিদ এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদত করেন না, বরং এটি একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

মসজিদ শান্তির পক্ষে একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। ইসলামে শান্তির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মসজিদ এর কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে। নামাজের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে শান্তি, সুষ্ঠু জীবন এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করা। (সূরা নাহল:৯০)

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মসজিদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। মসজিদে নামাজ, দোয়া এবং যিকিরের মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের ও পৃথিবীর জন্য শান্তি কামনা করেন।

মসজিদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সেখানে জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলিমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, একে অপরকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করার মনোভাব গড়ে ওঠে। মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মুসলমানরা একে অপরের কষ্ট-সুখের সঙ্গী হন এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি হয়।

ইসলামে "আল মুসলিমু আখূল মুসলিম" (মুসলিম মুসলিমের ভাই) - এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। মসজিদ একটি এমন স্থান যেখানে মুসলমানরা একে অপরকে সাহায্য এবং সমর্থন প্রদান করে, যা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

দানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে মসজিদের ভূমিকা রেয়েছে। মসজিদ গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে কাজ করে। ইসলাম সামাজিক দায়িত্ববোধ ও দানে গুরুত্ব দেয়, এবং মসজিদ এই দানে উৎসাহিত করে। ঈদে যাকাত, রমজানে ফিতরা, এবং অন্যান্য দান-সাদকার মাধ্যমে মসজিদ দরিদ্রদের সাহায্য করে, যা সমাজে অর্থনৈতিক সমতা এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে। এই দানের মাধ্যমে শুধু মুসলমানদের নয়, পুরো সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উম্মাহর সংকটকালে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ উম্মাহর সংকটকালে সমাজের জন্য একটি সহায়তামূলক ভূমিকা পালন করে। যেমন, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য সামাজিক সংকটের সময় মসজিদ স্থানীয় জনগণের জন্য সহায়তার উৎস হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদে সাহায্য সংগ্রহ, ত্রাণ বিতরণ, এবং প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষকে শান্তি ও আশ্বস্ত করা হয়। মুসলিম সমাজের এই ধরনের সহযোগিতা অন্য সমাজেও শান্তি ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি উম্মাহর সংকটকালে মানুষের মনোবলকে শক্তিশালী করতে মসজিদে ইবাদত এবং দু'আ করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি ও ধৈর্য অর্জিত হয়। মুসলিমরা একে অপরের জন্য দু'আ করে, যার ফলে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়।

মসজিদে শিক্ষা কার্যক্রম, সেমিনার, ওয়াজ-নসিহত এবং কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে উম্মাহকে সংকটের বিষয়ে সচেতন করা যায়। এটি তাদেরকে সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে, যেমন ঐক্য বজায় রাখা, শান্তি বজায় রাখা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করা।

উম্মাহর সংকটকালে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান করে আর্থিক সহায়তা এবং ত্রাণ বিতরণের একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে গরিব ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের মুসলিম ভাইদের জন্য খাদ্য, ঔষধ এবং অন্যান্য সাহায্য পৌঁছে দেওয়া।

মসজিদ হচ্ছে মুসলিম সমাজের ঐক্যের প্রতীক। সংকটকালে মসজিদে একত্রিত হয়ে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারে, যা উম্মাহর সংকট কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের শান্তির বার্তা প্রচার করে। মসজিদ ইসলামের শান্তির বার্তা প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সংকটকালীন সময়ে মসজিদে শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

দ্বীনি নেতৃত্ব প্রদানে মসজিদে উপস্থিত ইমামরা সংকটকালীন সময়ে দ্বীনি ও নৈতিক দিক থেকে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে উম্মাহকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করতে পারেন।

বিশ্বের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মানবতার জন্য একটি সহানুভূতিশীল ধর্ম। মসজিদে মানুষের মধ্যে মানবাধিকার, মর্যাদা, সমতা এবং আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করা হয়। মুসলমানরা মসজিদে একত্রিত হয়ে মানবতা এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং এই মনোভাব সমাজে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়নে মসজিদের ভূমিকা

ইসলামী শরিয়া বাস্তবায়নে মসজিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মসজিদ ইসলামী সমাজের একমাত্র ধর্মীয় কেন্দ্র নয়, বরং এটি ইসলামী আইন (শরিয়া) বাস্তবায়ন ও প্রচারের ক্ষেত্রেও একটি প্রধান স্থান। মসজিদ ইসলামী শরিয়ার মূলনীতি, বিধান ও শিক্ষার বিস্তার এবং সামাজিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে শরিয়ার নীতি সমাজে কার্যকরী করা সম্ভব হয়।

মসজিদে ইসলামী শরিয়ার মৌলিক বিধান, যেমন হালাল-হারাম, সৎকর্ম, ন্যায়বিচার, পবিত্রতা ও দানশীলতার বিষয় শিখানো হয়। মসজিদে ইমামরা ওলামাদের মাধ্যমে ধর্মীয় ও শরিয়ত বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেন, যা মুসলিম সমাজকে ইসলামের আইন অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ শরিয়ার মূল নীতিগুলো জানতে পারে, এবং এগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে সহায়তা করে।

মসজিদে স্থানীয়ভাবে মুসলিম সমাজের ন্যায়বিচারের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। যদি কারও মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, তবে মসজিদে ইমাম বা অভিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে সালিশি কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। শরিয়া অনুযায়ী সালিশি মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, মানুষের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এটি শরিয়ার আইন অনুযায়ী সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মসজিদে ইসলামী শরিয়ার মূলনীতি অনুযায়ী মানুষের কাছে হালাল ও হারামের বিষয় তুলে ধরা হয়। মসজিদে নৈতিক শিক্ষা, খাবার, ব্যবসা, দান, লেনদেনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, তা মুসলিমদের জানানো হয়। এটি মুসলমানদের জন্য জীবনযাত্রা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শরিয়ার বিধান মেনে চলার পথপ্রদর্শক হয়।

শরিয়া বাস্তবায়নে মসজিদ একটি স্থান হতে পারে যেখানে সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদে মুসলমানদের একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার মাধ্যমে সবাই সমান থাকে এবং সামাজিক শ্রেণী, জাতি বা অবস্থান নির্বিশেষে একত্রিত হয়। এটি ইসলামী সমাজে সমতার মূলনীতির প্রচার করে। মসজিদ ইসলামী সমাজের উন্নতি, ন্যায়বিচার এবং মানবিক দিক থেকে শরিয়ার বিধান প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

ভবিষ্যত প্রজন্মের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব। মসজিদ তাদেরকে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিখায়। যদি মসজিদে শিশুরা নিয়মিত যায় এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা নেয়, তবে তারা সমাজে একজন উত্তম মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক উত্তম ভূমিকা পালন করবে।

মসজিদে মুসলিমরা একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ে, যা তাদের মধ্যে ঐক্য এবং সমতা সৃষ্টি করে। বাচ্চারা শেখে যে, সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী মূল্যবোধে অন্য ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

মসজিদে ইসলামী শিক্ষা ও সালাতের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সুধারনা, ভালোবাসা এবং আত্মসমর্পণের অনুভূতি তৈরি হয়। তাদেরকে শিখানো হয় যে, জীবনের সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। এটি তাদের চরিত্রের উন্নতিতে সহায়তা করে।

মসজিদ শিশুদের মধ্যে পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। ইসলাম পিতা-মাতা, গুরুজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছে। মসজিদে নিয়মিত যাওয়ার মাধ্যমে যুবকরা শিখে যে, পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা এবং পিতা-মাতার প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য।

উপসংহার

দুনিয়া জীবন ও আঁখিরাতে কামিয়াব হতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব খুবই। মসজিদ যেভাবে আমাদের সামাজিক জীবনকে সুন্দর করে পাশাপাশি আমাদেরকে আঁখিরাতেও কামিয়াব করে। মসজিদ আমাদের দ্বীনের শিক্ষা দেয় ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। মসজিদ মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাসূল ﷺ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক। সেই অর্থে মসজিদ আমাদের জন্য রাসূলের ﷺ রেখে যাওয়া আমানত। এই আমানতের সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার আমাদের ওপর ফরজ দায়িত্ব। মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল ﷺ একটা পৃথিবীর পট পরিবর্তন করেছিলেন সেই জাহেলি যুগে। অনুরুপ এই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের মসজিদগুলোকে আবাদ করতে হবে। মসজিদের সাথে আমাদের অন্তরগুলো জুড়ে দিতে হবে তবেই না আমরা পৃথিবীতে কামিয়াব হব। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাই বুঝার তাওফিক দান করুন। রাসূল ﷺ এর সুন্নতে অনুসরণ করার তাওফিক দিন। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় বেশি বেশি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার এবল তা আবার করার তাওফিক দিন। আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

কার্টিসি:

at-tahreek.com

messagebd.net

ahmadullah.info

kalerkantho.com

quran app

al hadith

chatgpt